

قریش: الماعون: الكهف: الغفران

৭-৭

২-২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا لَنُفِثُ قُرَيْشَ الْيَوْمَ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلا يُحِطُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ قَوْلٍ لِّلْمَصْلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَسْتَعِينُ الْمَاعُونَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

সূরা কোরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কোয়ায়েশের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহ্বান দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যাবলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অনু দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্প্রদে বৈ-ধবর; (৬) যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র অন্যকে দেয় না।

সূরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বিশ।

সূরা কাফিরুন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন, হে কাফেরকুল, (২) আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর।

طَائِفَتِ الْآبَائِلِ - শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক—কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।—(কুরতুবী)

يَجَارُونَ مِنْ يَجِيلٍ — ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সে কংকরকে يَجِيلٍ বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

عَصَف — এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিষ্কিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহাহর সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরাইশদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

সূরা কোরাইশ

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)—এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

حرف لام — আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী

—এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লেখিত لام — এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহা বাক্য হচ্ছে انا اهلكنا اصحاب الفيل অর্থাৎ, আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্যে ধ্বংস করেছি, যাতে কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবর অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহা বাক্য হচ্ছে اعجبوا! অর্থাৎ, তোমরা কোরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর, তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে। কেউ কেউ বলেন: এই لام — এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوا — এর সাথে। অর্থাৎ, এই নেয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ তাআলার এবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামনের ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল,